সংবাদ

তারিখ ... 12.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

ভর্তি সমস্যার নানা দিক

আবারও সেই ভর্তি সমস্যা! পালাজ্বরের মত প্রতি বছরই এ সমস্যা দেখা দেয়। কতটা উপশম হয় জানি না। কিন্তু প্রতি বছর সমস্যা তীব্রতরই হচ্ছে। আমাদের দেশের কতনিক সমস্যাগুলির মধ্যে ভর্তি সমস্যা অন্যতম।

ভর্তি সমস্যার দুটি দিক। এক, কোন কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রীর বেজায় ভিড়। এক হাজার দরখাস্ত পড়ে তো দশজন সিট পায়। আর সেজন্যে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কি যে হয়রানি। দুই, এরই উল্টো পিঠে এমন বহু স্কুল আছে যেখানে ছাত্ররা যায় না। ছাত্ররা যায় না বলে স্কুলগুলি ভাল চলে না। ব্যয়-সংকুলানই তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে।

এই উল্টো ছবি অবশ্য আমাদের সমাজের অনেক উল্টো-পাল্টা ঘটনারই অবদান। ভাল স্কুলের সংখ্যা খুব কম। সেখানে খাই-খরচ মিটিয়ে পড়াশোনা করতে পারে এমন ছাত্রের সংখ্যা আরও কম। ভাল স্কুলে যারা পড়াশোনার সুযোগ পায়, ভাল রেজাল্ট করে তারা সমাজেরও ভাল ক্লাসে উঠে যায়। আর খারাপ স্কুলে পড়ার মন্দ ভাগ্য যাদের বরণ করে নিতে হয়, সমাজে তাদের ভাগ্য ঠিক সেরকমই দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে পড়াশোনার মানে হেরফেরের দরুন সমাজে কেবলই ভাগ সৃষ্টি হচ্ছে। [illegible] শ্রেণী। এই অবস্থা দেশের জন্য [illegible] না।

গ্রামাঞ্চলে ভর্তির জন্য হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি নেই। যারা নীচের ক্লাসে ভর্তি হয় তারাও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই তাদের স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। এর ফলে শহরের তুলনায় গ্রাম আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে অযাচিত অবাঞ্ছিত বৈষম্য।

ভর্তি সমস্যার এই দিকটি বিবেচনার মধ্যে রেখে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন জানাবো। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভর্তি হতে পারে, ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারে, সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ স্কুলগুলোর মান ভাল করতে হবে এবং আরও ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত দু'একটি ভাল স্কুল আশার দীপ জ্বালিয়ে রাখলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে তমসা দূর হচ্ছে না। এর একটা বিহিত প্রয়োজন।

— ([illegible]) [illegible]